

Baker আরো মন্তব্য করেছেন যে, উত্তরদাতাকে উত্তরদানে উৎসাহিত করার জন্য এবং প্রশ্নমালা সম্পূর্ণভাবে পূরণ করে গবেষককে ফেরৎ পাঠানোর জন্য কতকগুলি বিষয়ের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। প্রথমত প্রশ্নমালার বিন্যাস উত্তরদাতাকে উত্তরদানে উৎসাহিত করতে পারে। সেই কারণে অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল, সাবলীল এবং নাতিদীর্ঘ প্রশ্নমালা উত্তরদাতাকে উত্তর দানে আকৃষ্ট করতে পারে। দ্বিতীয়ত যদি গবেষণাটি কোনো মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকারী কোনো দপ্তরের মাধ্যমে সংঘটিত হয় তাহলে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির পৃষ্ঠপোষকতা (sponsorship) উত্তরদাতার কাছে অনেক বিশ্বাসযোগ্য হয় এবং সে উত্তরদানে আগ্রহী হয়। তৃতীয়ত অনেক সময় উত্তরদাতাকে উত্তরদানে উৎসাহিত করার জন্য অর্থ প্রদান করা হয়ে থাকে। আশা করা যায় যে, এই অর্থ গ্রহণ করে সে উত্তর দিতে বাধ্য হবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, উত্তরদাতা আরো বেশী অংকের টাকা দাবী করে প্রশ্নমালা ফেরৎ দিতে চায় না। আবার গবেষকের পক্ষেও তাঁর সীমিত আর্থিক ক্ষমতার জন্য বাড়তি টাকার দাবী পূরণ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সুতরাং উত্তরদানে অর্থের টোপ না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। চতুর্থত অনেক সময় গবেষক তাঁর গবেষণা প্রতিবেদনের প্রতিলিপি উত্তরদাতাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে প্রশ্নমালা পূরণ করে ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহিত করতে পারেন। পঞ্চমত ডাকযোগে প্রশ্নমালা উত্তরদাতার কাছে পাঠানোর পর পূরণ করা প্রশ্নমালা উত্তরদাতার থেকে গবেষকের কাছে এসে পৌঁছায় কি না, সেই ব্যাপারে সমাজ গবেষককে অনুগামী প্রক্রিয়া (Follow up Procedure) অবলম্বন করতে হয়। সাধারণত প্রথমবার প্রশ্নমালা পাঠানোর দুই অথবা তিন সপ্তাহ পরে অনুগামী চিঠি পাঠানো যেতে পারে। এই চিঠি পাঠানোর ক্ষেত্রে নতুন করে আর প্রশ্নমালা না পাঠিয়ে উত্তরদাতাকে উত্তর প্রদানের কথা মনে করিয়ে প্রশ্নমালা ফেরৎ পাঠানোর অনুরোধ করা হয়। এই ধরনের অনুগামী প্রক্রিয়ায় উত্তর প্রাপ্তির হার প্রথমবারের তুলনায় বেশী হয়। এরপরও যদি প্রশ্নমালা ফেরৎ না আসে, তখন আবার নতুন করে প্রশ্নমালা, আবৃত চিঠি, নির্দেশাবলী, ডাকটিকিট সাঁটা ফিরতি খাম, অর্থ (যদি প্রয়োজন হয়) উত্তরদাতার কাছে পাঠানো হয়। এর ফলে গবেষণার খরচ আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি পায়। ডাকযোগে নিরীক্ষায় অনুগামী প্রক্রিয়ার আশ্রয় নেওয়া ছাড়া উপায় নেই উত্তরদাতার থেকে প্রশ্নমালা ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে। তবে সব সময় এতে যে সাফল্য পাওয়া যাবে তা নয়।

(গ) মুখোমুখি সাক্ষাৎকার (Face to Face Interview) : মুখোমুখি সাক্ষাৎকার নিরীক্ষামূলক গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এখানে সাক্ষাৎকার প্রশ্নতালিকা (Interview Schedule)-র মাধ্যমে কোনো বিষয়ে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই ক্ষেত্রে সমাজ গবেষকের সাথে উত্তরদাতাদের